দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 SEP 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

# শিক্ষাঙ্গনে

## মেয়েদের লেখাপড়ায় প্রতিবন্ধকতা

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কিংবা বিদ্যালয়ের কোন ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের হার লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। কোন কোন বিদ্যালয়ে বা ক্লাসে আবার ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশী। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এক-তৃতীয়াংশ ছাত্রী মাধ্যমিক স্তরে আসতে পারে কি-না সন্দেহ। না-আসার পেছনে মেধা নয়— নানা প্রতিবন্ধকতাই দায়ী। অবশ্য এটাও সত্য, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই বৃহৎসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী চিরতরে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যত ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসতে পারে সে অনুপাতে মেয়েরা আসতে পারছে না। শহর অঞ্চলের হাতেগোনা গুটিকয়েক বিদ্যালয়ের কথা ছেড়ে দিয়ে, বৃহত্তর গ্রামাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, যে এলাকায় ৮-১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে, তার মধ্যে হয়তো একটি বালিকা বিদ্যালয় কোনভাবে তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে যে সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হয়ে স্কুলে আসার সুযোগ পায় মেয়েরা তার এক-তৃতীয়াংশও আসতে পারে না।

মফস্বল এলাকায় প্রায় সব বালিকা বিদ্যালয়ই যেহেতু উপজেলা সদরে অবস্থিত, কাজেই প্রত্যন্ত এলাকার মেয়েরা এখানে আসার সুযোগ পায় না। আবার এসব বিদ্যালয়ে কোন ছাত্রী নিবাস না থাকতে, এ প্রতিবন্ধকতা আরো জটিল হয়ে আছে। গ্রামের স্কুলগুলোতে নিতান্ত নিরূপায় হয়ে যারা ষষ্ঠ শ্রেণীতে গিয়ে ভর্তি হয়, তারাও বেশীদিন স্কুলে থাকে না। রাস্তার দূরত্ব ও যাতায়াতে দুর্ভোগ লেখাপড়ার ক্ষেত্রে গ্রামের মেয়েদের জন্য একটি বিরাট বাধা। নদী-নালা, ভাঙ্গা, সাঁকো পেরিয়ে নৈমিত্তিক যাতায়াত মেয়েদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ গ্রামের স্কুলগুলোতে নেই। কাজেই দেখা যায় নবম শ্রেণীতে উঠেই অনেক ছেলে স্কুল পাল্টায়। কিন্তু মেয়েদের সে সুযোগ আসে না। হয় মানবিক বিভাগকেই ধরে রাখা, নয়তো অষ্টম শ্রেণীতেই লেখাপড়া বন্ধ রাখা কিংবা সামর্থ্য থাকলে জেলা শহরে অবস্থিত স্কুলগুলোতে তীব্র প্রতিযোগিতায় স্থান পাওয়া বিকল্প হিসাবে এ তিনটি পথই খোলা থাকে।

মেয়েদের লেখাপড়া করার ক্ষেত্রে গ্রাম্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীও বিরাট অন্তরায় হয়ে আছে। গ্রামে প্রচলিত বাল্য বিবাহের শিকার হচ্ছে মেয়েরাই বেশী। দাদা-নানীর নাতি বউ দেখার 'শখ' মিটাতে কিংবা পূর্বে কথিত কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে অধিকাংশ বাল্যবিবাহের যেসব ঘটনা ঘটে, প্রায় একতরফাভাবে মেয়েরাই তার অসহায়ত্বের শিকার হয়। আর্থিক দুরবস্থার কারণে কোন অভিভাবকের যদি একাধিক সন্তান লেখাপড়া করতে না পারে, তবে সে ক্ষেত্রে দেখা যায়, মেয়েদেরই স্কুলে যাওয়া সর্বাগ্রে বন্ধ রাখা হয়। মেয়েদের লেখাপড়ার কোন প্রয়োজন নেই, টাকা দিয়েই বিয়ে দিতে হবে ইত্যাদি ধারণা ও বিশ্বাস সামাজিক ক্ষেত্রে বদ্ধমূল। সে ক্ষেত্রে শিক্ষিতা মা ছাড়া জাতি শিক্ষিত হতে পারে না, ইত্যাদি মনোহর শ্লোগান কোনই কার্যকারীতা আনেত পারে না।

কিন্তু এটাও সত্য যে, বিরাজমান এ অবস্থা কোন সমাজ বা জাতির জন্য নির্ভাবনাময় সংবাদ নয়। সমাজের অর্ধেক অংশকে অন্ধকারে রেখে আত্মনির্ভরশীলতার স্বপ্ন দেখা আকাশ-কুসুম মাত্র। অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই আনতে হবে। তবে প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো কার্যকর হলে বিরাজমান অবস্থা পরিবর্তনে অনেকটা সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(ক) উপজেলায় অবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ছাত্রী নিবাস নির্মাণ ও নিরাপদ পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা;

(খ) গ্রামের রাস্তাগুলো সংস্কার করা এবং স্কুলগুলোতে বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষার পর্যাপ্ত সুবিধা প্রদান করা এবং (গ) বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা।

—মোহাম্মদ এনামুল হক (বাবু)